যুগান্তর

তারিখ APR. 06 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডোনেশনের টাকা বৈধকরণের চেষ্টা

সরকারি বিধি উপেক্ষা করে বোদার মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত সাত শিক্ষক নিয়োগ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

সরকারি নিয়মকে উপেক্ষা করে একটি মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ৭ ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডোনেশনের টাকা হালাল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষকদের নিয়োগ বৈধকরণের জন্য তৎপর রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার নতুনহাট হোসনাবাদ দাখিল মাদ্রাসায়। জানা গেছে, এই মাদ্রাসায় বর্তমানে ১৫ জন শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এদের মধ্যে ৭ জন শিক্ষকই তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত। মাদ্রাসার সাবেক সুপার হাফিজউদ্দিন প্রচুর ডোনেশন নিয়ে এসব শিক্ষককে নিয়োগ দেয়। যা সম্পূর্ণ সরকারি বিধিবহির্ভূত। সরকারি বিধি অনুযায়ী ২০০০ সালের ২৪ আগস্টের পরে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষকদের আর বৈধকরণ করা না গেলেও সাবেক সুপার হাফিজউদ্দিনের চাপে বর্তমান সুপার তাদের বৈধকরণের জন্য একটি ভুয়া বৈধকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। অভিযোগে জানা গেছে, গত ২৭ মার্চ মাদ্রাসা অফিসে ম্যানেজিং কমিটি, সাবেক সুপার, বর্তমান সুপার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষক মিলে তাদের বৈধকরণ করতে একটি গোপন রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে। ওই বৈঠকে মাদ্রাসার বর্তমান কমিটি ও সুপার তাদের নিয়োগ বৈধকরণ করতে ২০০০ সালের ২৪ আগস্টের স্থানীয় একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিয়ে তাদের নিয়োগ বৈধকরণের অপচেষ্টা করে।